بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২১শে জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন।**

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় ইহুদী গোত্র বনু নযীরের ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আজ এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরবো যে, কীভাবে আল্লাহ্ তালা তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করেছিলেন। এ বিষয়ে লেখা আছে, ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। এর পটভূমি হলো, আমর বিন জাহাশ মহানবী (সা.)-এর মাথার ওপর পাথর ফেলার উদ্দেশ্যে তাঁর পেছনে থাকা দেয়ালের ওপরে উঠেছিল। কিন্তু তিনি (সা.) ঐশী ইঙ্গিতে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবগত হয়ে সে স্থান থেকে এরূপভাবে চলে গিয়েছিলেন যেন তাঁর বিশেষ কোনো কাজ রয়েছে। যাহোক, তিনি (সা.) এত দ্রুততার সাথে মদীনায় ফেরত চলে গিয়েছিলেন যে, সাহাবীরা মনে করেছিলেন তিনি (সা.) হয়ত বিশেষ কোনো প্রয়োজনে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর (সা.) ফেরত আসতে বিলম্ব হতে দেখে সাহাবীরা চিন্তিত হন এবং মহানবী (সা.)-এর খোঁজ করতে করতে মদীনা অভিমুখে যেতে থাকেন, পথিমধ্যে মদীনা থেকে আগত একজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি সাহাবীদের বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। সাহাবীরা তাৎক্ষণিকভাবে মদীনায় পৌঁছেন এবং তাঁর চলে আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি (সা.) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাহাবীদেরকে অবগত করেন।

অপরদিকে ইহুদীরা তাঁকে (সা.) হত্যা এবং সাহাবীদের বন্দি করার বিষয়ে সলাপরামর্শ করছিল। মদীনা থেকে আগত এক ইহুদী এসব কথা শুনে তাদেরকে বলে, আমি তো মহানবী (সা.)-কে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। একথা শুনে ইহুদীরা হতভম্ব হয়ে যায়। অপর এক জীবনীকারক এ সম্পর্কে লিখেন, তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত সেখান থেকে উঠে চলে যান। সাহাবীদেরকে তিনি (সা.) তখন কিছু বলেন নি, কারণ তাদের ব্যাপারে বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না। ইহুদীদের মূল লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর ক্ষতি করা। তাই তিনি (সা.) নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁকে দেখতে না পেয়ে সাহাবীরা নিরাপদে সেখান থেকে চলে আসবে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন,

**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ***

অর্থাৎ, **'হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে স্মরণ করো যখন এক জাতি তোমাদের প্রতি নিজেদের (অনিষ্টের হাত) প্রসারিত করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল কিন্তু তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, বস্তুত মু'মিনদের আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করা উচিত।'** (সূরা আল্ মায়েদা: ১২)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ বিষয়ে লিখেছেন, ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর আগমনে বাহ্যত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা চক্রান্ত করছিল যে, তাঁকে হত্যা করার এটি একটি মোক্ষম সুযোগ। সালাম বিন মিশকাম নামের একজন ইহুদী নেতা এই ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল আর বলেছিল, **আমি নিশ্চিত তোমরা যা করতে চাচ্ছ**

**তা আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.) জানিয়ে দিবেন। আর এটি প্রতারণা এবং সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নামান্তর যা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে করেছি,** কিন্তু উপস্থিত অন্যান্য ইহুদীরা তার কথা মানেনি।

মহানবী (সা.)-এর সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরে ইহুদীরা নিজেদের কর্মের কারণে অনেক লজ্জিত হয়েছিল। এক ইহুদী **কিনানা বিন সুরিয়া** বলেছে, **তওরাতের কসম! নিঃসন্দেহে আমি জানি, মুহাম্মদ (সা.)-কে অবগত করা হয়েছিল যে, তোমরা তাঁর সাথে প্রতারণামূলক কাজ করেছ। আল্লাহ্‌র কসম! নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। নিশ্চয়ই তিনি শেষ নবী, তোমরা চাচ্ছিলে, শেষ নবী হারুনের বংশ থেকে আসুক, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেখান থেকে চান তাঁকে প্রেরণ করেছেন।** মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) ইহুদীদের দেশত্যাগের আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় এবং প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এবিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.) অওস গোত্রের এক নেতা হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ডেকে পাঠান আর বলেন, তুমি বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের নিকট যাও আর তাদেরকে বলো যে, **তাদের ঔদ্ধত্য অনেক বেড়ে গেছে আর তাদের প্রতারণা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। তাই এখন আর তাদের মদীনাতে অবস্থান করার কোনো সুযোগ নেই। ভালো হয় তারা যেন মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করে। মহানবী (সা.) তাদের জন্য দশ দিনের একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন।**

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) যখন বনু নযীর গোত্রের কাছে উপস্থিত হন তখন তারা প্রথমে নির্বাসনের প্রস্তাবে সম্মত হলেও পরে উগ্রভাব প্রদর্শন করে আর বলে, মহানবী (সা.)-কে বলে দাও, আমরা এখন এই স্থান ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত নই; তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো। মহানবী (সা.)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন, **'আল্লাহু আকবর! ইহুদীরা তো যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে।'** এরপর তিনি (সা.) মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং সাহাবীদের একটি দল সাথে নিয়ে বনু নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এরইমধ্যে মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল একটি চক্রান্ত করে। সে ইহুদীদের নিকট সংবাদ পাঠায় তারা যেন নিজেদের বাড়িঘর থেকে বের না হয়, তাদের সহায়-সম্পত্তি যেন ছেড়ে চলে না যায়, বরং তারা যেন নিজেদের দুর্গেই অবস্থান করে। সে আরো বলে, আমার স্বজাতি এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রায় দু'হাজার যুবক আমার সাথে রয়েছে যারা তোমাদের সাথে দুর্গে প্রবেশ করবে। তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিবে, তবুও মুসলমানদেরকে দুর্গে পৌঁছতে দিবে না। বনু কুরায়যাও তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছে। আর যদি তোমাদেরকে এই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে এই স্থান ছেড়ে চলে যাব। ফলশ্রুতিতে বনু নযীর গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আর দুর্গের ভেতরই অবস্থান করে। কিন্তু পরবর্তীতে এদের সাহায্যে কেউই আসেনি, এমনকি উবাই বিন সলূলও নিজের বাড়িতেই বসে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা মুনাফিকদের এই চক্রান্ত ও প্রতারণার বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ *

অর্থাৎ, **তুমি কি মুনাফিকদের দেখো নি, যারা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে নিজেদের সেসব কাফির ভাইকে বলে, যদি 'তোমাদেরকে (মদীনা থেকে) বের করে দেয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো কারও আনুগত্য করবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবো।** (সূরা আল্ হাশরঃ ১২)

সেই মুহূর্তে সালাম বিন মিশকাম বলে, আমরা জানি মহানবী (সা.) সত্য রসূল। তাঁর (সা.) গুণাবলী আমাদের সামনেই রয়েছে। আমরা যদি তাঁর (সা.) অনুসরণ না করি তাহলে এর অর্থ এটিই দাঁড়াবে যে, আমরা তাঁকে হিংসা করি। কেননা নবুয়্যত হারূনের বংশ থেকে বের হয়ে গেছে। আমাদের উচিত হবে তাঁর দেয়া শান্তি চুক্তি মেনে নেয়া আর তাদের শহর থেকে বের হয়ে যাওয়া। অন্যথায় তারা আমাদেরকে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করবে। আমাদের সহায়-সম্পত্তি এবং সম্মান শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সন্তানরা বন্দি হবে, আমাদের যোদ্ধারা নিহত হবে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের কথার কোনো গুরুত্ব নেই, তার কথায় সায় দিও না। কিন্তু সালাম বিন মিশকামের এসব কথায় কেউই কর্ণপাত করেনি।

মদীনাকে ভয়াবহ রক্তাক্ত পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে আর মদীনার সুরক্ষার জন্য এসব বিশ্বাসঘাতকের উচিত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য বাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যুদ্ধের মাঠে নেমে পড়েন। তিনি (সা.) হযরত ইবনে মকতুম (রা.)-কে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন আর মদীনা থেকে বের হয়ে বনু নযীরের জনপদ চতুর্দিক থেকে অবরোধ করেন। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে এই সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। মুসলমানরা সারারাত ইহুদীদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে আর বার বার উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে।

ইহুদীদর মাঝে আযওয়াক নামে একজন দক্ষ তিরন্দায ছিল। সে তির নিক্ষেপ করলে তিরটি অনেক দূর পর্যন্ত যেত। সে মহানবী (সা.)-কে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে যা তাঁর (সা.) তাঁবুতে এসে লাগে। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সেখান থেকে তাঁবু সরিয়ে তা অন্যত্র স্থাপনের নির্দেশ দেন। যাহোক, একরাতে হঠাৎ হযরত আলী (রা.)-কে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। সাহাবীরা আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে সংবাদ পাঠান যে, হযরত আলী (রা.)-কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি (সা.) তখন বলেন, দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই সে তোমাদের কাজেই গেছে। কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, হযরত আলী (রা.) কারও মস্তক কেটে নিয়ে আসছেন আর সেটি ছিল আযওয়াকের, যে কি-না আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর তাঁবুতে তির নিক্ষেপ করেছিল। বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের দশজনের একটি দল হযরত আলী (রা.)'র সাথে প্রেরণ করেছিলেন। যাদের মাঝে হযরত আবু দুজানা (রা.) এবং হযরত সুহায়েল বিন হুনায়ফ (রা.)ও ছিলেন। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, আযওয়াকের ঐ দলে দশ জন সদস্য ছিল যাদের সবাইকে মুসলমানরা

হত্যা করে আর তাদের মাথা কেটে নিয়ে এসে বিভিন্ন কূপে নিক্ষেপ করেন। হুযূর (আই.) বলেন, এ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আলোচনা আগামীতে করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

সানী খুতবার পর হুযূর (আই.) বলেন, **‘আমাকে কেউ বলেছে, আপনারা নামাযের সারিতে দাঁড়ানোর সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান না। এখন করোনার প্রাদুর্ভাব দূর হয়েছে, তাই কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো আবশ্যক।’**

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ’র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)